বাংলা শারিয়া - ২(ক)

ব্যাখ্যা - ১, ২ ও ৩

বাংলা শারিয়ার পরবর্তী অধ্যায়ে যাবার আগে কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। সম্প্রতি আমার সাইট JamatePislami.com-এর ওপর দেশের ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ, Daily Star ও সাপ্তাহিক ২০০০-এ বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। তার দু'টো লিংক নীচে দেয়া হল, এর রেশ ধরেই কথাগুলো বলছি।

১। http://www.thedailystar.net/2005/03/27/d503271503101.htm

এটা আমার সাইটের পর্যালোচনা, অর্থাৎ রিভিউ। এর লেখক ইসলামি ইতিহাসের ডঃ হাশমি বলছেন,-অন্যান্য কিছু দল আছে যারা জামাতের মতই শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাকে ইসলাম মনে করে, আবার তারা জামাতের বিরোধীও। কিন্তু সাইটের নাম থেকে মানুষ ধরে নেবে যে এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশ-জামাতেরই বিরুদ্ধে।

কথাটা ঠিক। নাম নির্বাচনের সময় সেটা খেয়ালও করা হয়েছিল, তবু নেয়া হয়েছে বিভিন্ন সুবিধের জন্য। তাই নিবন্ধে বলেছি (বলাটা হয়ত যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি) সামগ্রিকভাবে শারিয়া -ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাকে এবং রাজনীতিকে ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গীভুত করার বিরুদ্ধেই এ সাইট । শারিয়া-সমর্থক কিছু জামাত-বিরোধী ব্যক্তি ও সংগঠন জামাতের বিরোধীতা করেন তার কর্মপদ্ধতি বা পরিকল্পনার জন্যই, কিন্তু শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্রের অপদর্শনটা সবাই সমান বিশ্বাস করেন। সাধারণভাবে সবাইকে জামাতি ধরা হয়েছে। এতে কিছু পাঠকের কিছু আপত্তি বা অসুবিধে থাকতে পারে, কিন্তু কিভাবে তা নিরসন করা যাবে তা আমার জানা নেই।

সাইটে একথাও বলা আছে যে জামাত বাংলাদেশের অনেক সমস্যার একটা মাত্র। দেশের বেশীর ভাগ লোক জামাতকে পছন্দ করে না, কোনদিনই করে নি। সে অপছন্দটা সাধারণ কল্যাণবোধের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার ফসল, কিন্তু ইসলামি দলিল-ভিত্তিক নয়। জামাত যেভাবে জাতির ঘাড়ে চেপে বসছে, বাংলাদেশের মানুষকে একদিন নিঃসন্দেহে জামাতের অপদর্শনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। প্রতিটি জামাতি দেশেই এটা ঘটছে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে দলিল জেনে দাঁড়ানো আর দলিল না জেনে দাঁড়ানোর পার্থক্য হবে অসীম। দলিল জানলে জাতির মনোবল হবে দৃঢ়। ইসলামে রাজনীতি মেশানোটা মুসলমানের জন্য কি আত্মঘাতী সেই দলিলগুলো আমি অরাজনৈতিক মওলানা, পন্ডিত-দার্শনিক আর ইতিহাস থেকে তুলে এনে ধরে রাখছি জাতির ওই ঘনায়মান সাংস্কৃতিক যুদ্ধের জন্য, এটাই আমার কাজ। আপনারা খেয়াল করবেন সাইটে আমার নিজের সিদ্ধান্ত কমই আছে, সবই পন্ডিত-মওলানা-ইতিহাসের জামাত-বিরোধী অমোঘ অস্ত্র। ডঃ হাশমী ঠিকই বলেছেন - জামাতের সাধ্য নেই এসব পন্ডিত-মওলানা-ইতিহাসের অমোঘ তত্ত্ব-তথ্যের সামনে দাঁড়ানোর।

কোন লেখকই তার চিন্তা ও বক্তব্যকে লেখায় সম্পুর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। অব্যক্ত অলিখিতই থাকে বড় অংশ, অস্বচ্ছও থাকে অনেকটাই। তাছাড়া ধর্ম ব্যাপারটা তর্ক বা আলোচনার চেয়ে অনেক বেশী উপলব্ধির জিনিস। তাই, যে কোন একটা নিবন্ধ পড়ে সিদ্ধান্ত টানলে ভুল হবে, সমগ্রকে উপলব্ধি করতে হবে।

২। http://www.shaptahik2000.com/shonkha/2005/20050401/mp20050401.pdf

এ সাক্ষাৎকারে আমি জামাতের সর্বাঙ্গে আঘাত করা দরকার, এ ইংগিত দিয়েছি। সেটা ঠিক হয়নি। কারণ, একটা গাড়ী যখন নষ্ট হয় তখন তার মাত্র একটা যন্ত্র নষ্ট হয়, বাকী যন্ত্রগুলো ঠিকই কর্মক্ষম থাকে। হার্টফেলে কেউ যখন মারা যায় তখন তার চোখ-কান-নাক-ফুসফুস-কিডনি সবই ঠিক থাকে। অর্থাৎ একটা জটিল সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের একটা অংশ অকেজো হলেই তার কার্য্যকারিতা থাকে না। বাইরে থেকে যা-ই মনে হোক, জামাতের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হল শারিয়ার আইনগুলো আর রাজনৈতিক ইসলামের অতিত-বর্তমানের ইতিহাস। এ দলিলগুলো

যদি জাতির চোখে ঠিকমত ধরিয়ে দেয়া যায় তাহলে জাতি সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে জামাতকে প্রত্যাখ্যান করতে অনেক সাহসী হবে। এর জন্য ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা যা স্পষ্ট, সহজ ও সরল ভাবে শান্তি নির্দেশ করে (যা স্বভাবতঃই অরাজনৈতিক) তাকে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে বার বার বিভিন্ন মাধ্যমে। এ ব্যাপারে দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক, লিট্ল ম্যাগাজিন, গান-নাটকের দলকে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে হবে, না হলে কিছুই হবে না। মুখে যতই আলোচনা ও ভিন্নমত-সহনশীলতার কথা বলুক জামাত প্রাণপনে এ চেষ্টার গলা চেপে ধরবেই। কিন্তু জাতি তো তার হিংস্র খপ্পরে পড়েই গেছে, এ চেষ্টার হাত থেকে জাতির মুক্তি নেই। সেটা যত দেরীতে হবে ততই বেশী রক্ত ঝরবে। কাজেই শুভস্য শীঘ্রম্।

উল্লেখ্য, - এ সাইটে একাত্তরের স্বাধীনতা-যুদ্ধ বা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা বিশেষ আসছে না কারণ আমাদের মূল চেষ্টাটা ইসলামি তত্ত্ব-দর্শনের - কোন বিশেষ দেশ বা সময়ের নয়।

৩। এই বাংলা-শারিয়া প্রণয়ন করেছেন ছয় জনের কমিটি - সভাপতি গাজী শামছুর রহমান, সদস্যরা হলেন আ. জ. ম. শামসুল আলম, শাহ আবদুল হান্নান, মাওলানা (?) উবায়দুল হক, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা এবং মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক। শাহ হান্নান সম্মানিত মানুষ। তাঁর সাথে মতভেদ হয়েছে এবং সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, সে জন্য আমরা কেউই মুরতাদ হয়ে যাব না। বাকী কাউকেই আমি চিনি না তাই আমার কোনই বক্তব্য নেই। কিন্তু উবায়দুল হককে জাতি ঘৃণা করে তার স্পর্ধিত উচ্চারণের জন্য - **"কতিপয় গাদ্দার পাকিস্তান ভাঙ্গিয়াছে"**। স্পষ্টতঃই, চব্বিশ বছর ধরে কি দুর্বিষহ অন্যায়ের কারণে একটা জাতি ক্রোধে বিস্ফোরিত হয়ে প্রাণ বাজী রাখতে পারে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। এমন একটা মীরজাফরের পক্ষে ইসলামের শান্তি-বাণী উপলব্ধি করা অসম্ভব। জাতির দুর্ভাগ্য যে এহেন ব্যক্তি ছাড়া দেশে শারিয়া-কমিটির জন্য আর কাউকেই পাওয়া গেলনা।
****

কাল তামামি ঃ- (১) ক্ষমতার লড়াই সৎ হতে পারে কি না কিংবা ইতিহাসে কোনদিন সৎ ছিল কি না, (২) ধর্মে সেই লড়াই থাকতে পারে কি না, (৩) এক আল্লার আইন চার-পাঁচ রকমের কি করে হয়, (৪) ইমামরা নিজেরাই ক্ষমতা থেকে দুরে ছিলেন কেন, (৫) ইমামরা নিজেরাই তাঁদের বানানো আইনকে "আল্লার আইন" বলতে দেননি কেন, (৬) শারিয়ায় কোনকালে কোন নারী অবদান নেই কেন এবং এর প্রভাব শারিয়ার ওপরে কি, (৭) শারিয়ার অন্ততঃ দশটা উৎসের এক কোরাণ ছাড়া বাকী সবগুলো মানুষের বানানো হবার পরেও শারিয়াকে কেন "আল্লার আইন" বলা হয়, (৮) নারী, অমুসলিম ও অরাজনৈতিক মুসলমানের প্রতি শারিয়া-বিশ্বাসীদের সন্ত্রাসের উৎস শারিয়া নিজেই কিনা, (৯) মুসলিম-প্রধান দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে আমরা নৈতিকভাবে ইউরোপ-অ্যামেরিকা-অষ্ট্রেলিয়ায় খ্রীষ্টান-রাষ্ট্র, ভারতে হিন্দু-রাষ্ট্র ও ইসরাইলে ইহুদী-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে সমর্থন দিতে বাধ্য থাকব কি না, (১০) এবং সেক্ষেত্রে সেসব দেশে ওদের ধর্ম-আইনে মুসলিমের কি অবস্থা হতে পারে, (১১) মূল কেতাব থেকে শারিয়ার অনেক আইনের কোরাণ-লংঘন, যুক্তিহীনতা, অন্যায় ও হিংস্রতা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানোর পরেও কিভাবে ওগুলো ইসলামি হতে পারে, (১২)অটোমান সময়ের শারিয়া-কোর্টে আইনমাফিক নারী-নির্যাতনের দলিল দেখানোর পরেও কিভাবে ওগুলো ইসলামি হতে পারে, (১৩) অনেক মুসলিম দেশ শারিয়া থেকে সরে এসে "মুসলিম আইন" বানাচ্ছে কেন (অনেক উদাহরণ, - মরোক্কোর পার্লামেন্টে আইন পাশ হয়েছে স্বামীরা তালাক দিতে চাইলে আদালতে দরখাস্ত করতে হবে), (১৪) দীর্ঘ ২৬ বছর আন্দোলন করার পরেও ডঃ হাসান তোরাবীর মত উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ জামাতিও (তিনি মন্ত্রী ও সংসদের স্পীকার ছিলেন) ইসলামি রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দিতে ব্যর্থ হন কেন (কারণ ওটা বাস্তবে সম্ভব নয়) ....

সবাইকে সালাম। ১০ এপ্রিল ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)